51৫/৫

তারিখ ... 5.7.85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২০শে আষাঢ়, ১৩৯১

বন্যা ও ডিগ্রী পরীক্ষার তারিখ

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা পিছানোর জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা চিঠি লিখেছে। এদের বেশ কিছু-সংখ্যক চিঠি প্রকাশিত হয়েছে।

ডিগ্রী পরীক্ষা পিছানোর যুক্তি হিসাবে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছে ছাত্রছাত্রীরা। অনেকে শুধুমাত্র পবিত্র রমজান মাসে রোজা রেখে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির অসুবিধার কথা বলেছে, অনেকে সিলেবাস শেষ না হওয়া, বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ আর তল্পিতল্পা গুটিয়ে ছাত্রদের হলত্যাগের কারণ উল্লেখ করেছে। কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ করে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি নতুন কিছু নয়। সিলেবাস শেষ হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন কলেজের নিজস্ব সমস্যা। তার কারণগুলোও সব কলেজে এক নয়। কিন্তু বহু চিঠি এসেছে এবারকার ব্যাপক ও সর্বনাশা বন্যাকবলিত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে। ঘরবাড়ী পানিতে ডুবে গেছে। অনেকের বইপত্রেরও ক্ষতি হয়েছে। পড়াশুনা না করতে পারার ক্ষতি তো আছেই।

এবারের বন্যার ব্যাপকতার সাথে তার স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও রেকর্ড সম্ভবত: ১৯৭৪ সালের সাথে তুলনীয়। এখনও বন্যাগ্রস্ত এলাকার অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। মাথাগোঁজার ঠাঁই নেই, সুতরাং পড়াশুনায় মনোযোগ দেয়া প্রায় গত ২ মাস ধরেই সম্ভব হয়নি পরীক্ষার্থী ছাত্রদের পক্ষে। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে, পরীক্ষায় বসতে পারে এমন সচ্ছল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। পরীক্ষায় প্রস্তুতির অসুবিধার সাথে এদিকটাও ভেবে দেখার মত।

ছাত্রদের পক্ষ থেকে পরীক্ষা পিছানোর দাবী নতুন নয় বলেই এবারের পরীক্ষা পিছানোর কথাটা হয়তো কর্তৃপক্ষ তেমনি গতানুগতিকভাবেই দেখে থাকবেন।

এরকম ভাবনা-চিন্তার পিছনে কারণ একটাই। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই বন্যার কারণ ছাড়া যে কারণগুলো অনেকে উল্লেখ করেছে, তা আমাদের জাতীয় পরিস্থিতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুবা বন্যাদুর্গত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এবার পরীক্ষা দেয়ার অসুবিধা সংক্রান্ত কথাগুলো কতখানি সঠিক তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ভেবে দেখতেন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের পুন: পুন: বন্যার উল্লেখের পর কর্তৃপক্ষের নীরবতার আর কোন ব্যাখ্যা দেয়া চলে না।

কর্তৃপক্ষ সঙ্গতভাবেই বলতে পারেন যে, পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার পর পরীক্ষার তারিখ পিছানোর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরে পরীক্ষা গ্রহণের তারিখের উল্লেখ এবং তদনুযায়ী পরীক্ষা পিছানো, পরীক্ষার সময়সূচী সম্পর্কে পত্রিকায় লিখে ছাত্রদের নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার পক্ষে যুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তারা একথাও ভেবে দেখে না যে, এদেশে যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণের মত স্বাভাবিক ঘটনা খুবই কম চোখে পড়ে। কর্তৃপক্ষ থেকে তাই পরীক্ষা এগিয়ে আনার জন্য এ ধরনের কোন উদ্যোগ নিলে ছাত্রদের তরফ থেকে কলেজের সিলেবাস শেষ না হওয়ার যুক্তি উঠে। বিভিন্ন কলেজে সিলেবাস শেষ হওয়ার বিষয় বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কখনোই পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ সম্ভব নয়। কারণ সব কলেজের পরিস্থিতি ও সমস্যা এক নয়। তাই, এবার বন্যার তাণ্ডবে নতুন যে সমস্যা দেখা দিয়েছে পরীক্ষার্থীরা তা উল্লেখ করলেও, সে দিকটা গুরুত্ব সম্ভবত: সে কারণে পায়নি।

পরীক্ষা নির্দিষ্ট তারিখে গ্রহণের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা রদবদলে অনেক অসুবিধা রয়েছে। পরবর্তী পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার কথা।

এদিকটা খেয়াল রেখেই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন--এবার বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের কথাটা বিবেচনা করে এক্ষেত্রে তাদের অসুবিধা ভেবে দেখা জরুরী হয়ে পড়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের এটা আশা করা স্বাভাবিক যে, কর্তৃপক্ষ অন্য কিছু বিবেচনা করতে অপারগ হলেও এই একটিমাত্র কারণের যৌক্তিকতা নিয়ে নিশ্চয় চিন্তা-ভাবনা করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাই এব্যাপারে নীরব না থেকে সত্যিই কিছু চিন্তা-ভাবনা করছেন কিনা কিংবা না করা সম্ভব হলে তার কারণগুলো জানিয়ে দিলে বন্যাদুর্গত এলাকার পরীক্ষার্থীরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হতে পারত এবং যথাসাধ্য অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে পারত।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে বন্যাদুর্গত এলাকার পরীক্ষার্থীদের অনেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে, কী পারবে না, অর্থাৎ তাদের আরও একটা বছর নষ্ট হবে কিনা। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবারের অভাবিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়েই পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ পিছানোর বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে এগিয়ে আসবেন।